আল্লাহ্ কি নারী, পুরুষ, উভয়ই নাকি কোনটিই নয়?

আল্লাহ্ নারীও না পুরুষও না! আমাদের আল্লাহ্ পুরাতন নিয়মের কনানীয় অথবা হিন্দু, উপজাতীয় বা পুরাতন দেবতাদের মতো নয় যাদের বর্তমান যুগের লোকেরা পূজা করে, বরং তিনি এসব লিঙ্গের উর্ধ্বে!

ঈসায়ীরা এমন আল্লাহে বিশ্বাস করে না যিনি "একজন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মানুষ, যার হাতে ও পায়ে দশটি করে আঙুল আছে।" অবশ্যই না! আল্লাহের শরীরে নারী শরীরের অংশও নেই।

মূল শব্দ
Aββα
বাবা, আব্বা, পিতা

অবশ্যই না! ইউহোন্না ৪:২৪ আয়াতে ঈসা এটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন- "আল্লাহ্ রূহ্।" যখন কালাম মাংসে মূর্তিমান হলেন তখন তিনি ছিলেন পুরুষ। যাইহোক, অনন্তকালীন ত্রিত্ব আল্লাহ্ নারীও নয় পুরুষও নয়।

কেন ঈসা আল্লাহ্কে *"Abba"* আব্বা বলে ডেকেছেন?

ঈসা আল্লাহ্কে আব্বা বা পিতা বলে ডেকেছেন শুধু এটি বোঝাতে যে আল্লাহ্ লোকদের সাথে একটি গভীর, প্রেমপূর্ণ পরিবারগত সম্পর্ক ভাগ করে নিতে চান। যে সময় ঈসা এসেছিলেন তখন তৎকালীন যিহূদীরা আল্লাহের নামের প্রতি এত নিষ্ঠাবান ছিল যে তারা সেই নাম উচ্চারণ করতো না বা লিখতো না। যিহূদী শিক্ষাগুরুরা এমন শিক্ষা দিতো না যে আল্লাহ্ খুব কাছের বা তাঁর কাছে পৌছানো যায়। পয়দায়েশ ২ রূকুতে যে আল্লাহ্ এদোনে এসে মানুষের সাথে হেঁটেছেন, কথা বলেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র! আব্বা বা বাবা বলার মাধ্যমে ঈসা আল্লাহ্কে একটি পুরুষালি চরিত্র হিসাবে প্রকাশ করেননি বরং তিনি লোকদের জানাতে চেয়েছেন আল্লাহ্ খুব কাছের, প্রেমময় এবং সম্পর্ক প্রিয়।

কালাম আল্লাহ্কে নারী ও পুরুষ উভয় চিত্রে আঁকা হয়েছে কারণ এই রূপক বা ব্যখ্যা লোকদের সহজে বোধগম্য। দ্বিতীয় বিবরণে ৩২:১৮ আয়াতে আল্লাহের নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, "তুমি আপন জন্মদাতা শৈলের প্রতি উদাসীন, আপন জনক আল্লাহ্কে বিস্মৃত হইলে।" যেহেতু আল্লাহ্ সমস্ত লিঙ্গের উর্ধ্বে তাই মানুষের(নারী,পুরুষের) সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলিগুলি আল্লাহের মাঝে প্রতিফলন ঘটেছে!

যে সব আয়াত আল্লাহের পুরুষালি গুণাবলি উল্লেখ করেছে:

- জবুর ৮৯:২৬ "সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা, আমার আল্লাহ্ ও আমার নাজাতের শৈল।"
- ইশাইয়া ৬৩:১৬ "তুমি তো আমাদের পিতা.. আনাদিকাল হইতে আমাদের নাজাতদাতা, এই তোমার নাম।"

যে সব আয়াত আল্লাহের স্ত্রীসুলভ গুণাবলি উল্লেখ করেছে:

- ইশাইয়া ৬৩:১৩ "মাতা যেমন আপন পুত্রকে স্বান্তনা করে, তেমনি আমি তোমাগিকে স্বান্তনা করিব"
- মথি ২৩:৩৭ *"কুক্কুটী যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নিচে একত্র করে তদ্রুপ আমিও তোমার সন্তানদিগকে কতবার একত্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"*

আমরা কি আল্লাহ্কে মা ডাকতে পারি?

যদিও আমরা আল্লাহ্কে ব্যক্তিগত ভাবে মা হিসাবে সম্বোধন করি না, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ্ এই সম্বোধনে বিক্ষুব্ধ হবেন না। সর্বোপরি মা বাবার সর্বোত্তম গুণাবলি গুলি আল্লাহের চরিত্রেরই প্রতিফলন। আবার লোকে যখন তাঁকে বাবা বলে ডাকে তখন তিনি পরিবর্তন হন না বা আরো পুরুষালি হন না। এবং লোকে যদি তাকে মা বলে ডাকে তাহলে তিনি পরিবর্তন হয়ে আরো মেয়েসুলভ হন না। আল্লাহ্ সেই আত্মাই থাকেন, লিঙ্গের উর্ধ্বে! খেয়াল করুন, আল্লাহ্কে সরাসরি বাবা হিসেবে ডাকা হয়েছে, কিন্তু তাকে উপমা (যেমন,ন্যায়,তেমন) দ্বারা মায়ের মতো করে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি আল্লাহ্ নারী বা পুরুষ কিছুই নন, তাই আমাদের তাকে সেইভাবেই সম্মান করা উচিত যেভাবে ঈসা করেছেন- পিতা হিসেবে। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে ঈসা বলছেন, "আমি আর আমার পিতা এক.." আবার' কিছুক্ষন পরেই শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, "হে আমাদের বেহেস্তী মাতা..?" এটা অবশ্যই অনেক বিভ্রান্তিকর হতো! জেনে রাখুন, ঈসাও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন!

উপসংহার

আল্লাহ্ চান লোকদের সাথে হাঁটতে, সহভাগিতা করতে, আমাদের খুব কাছের ও ব্যক্তিগত চিন্তা গুলি ভাগ করে নিতে। আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করতে ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসা, ক্ষমতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ করতে ভাষাও কম পড়ে গিয়েছে। ঈসা দেখিয়েছেন যে যদিও আল্লাহ্ মহা পবিত্র ও আলাদা তবুও তিনি ব্যক্তিগত ও নিকটবর্তী। চলুন , আনন্দ করি!

চারটি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.জাতি বা **লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?